গার্হস্থ্য হিংসা : প্রেক্ষাপট লকডাউন - এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

বর্ণালী দাস[১] এবং করবী মিত্র[২]

ইতিহাস বিভাগ

বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া

৫/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১১১০১, ভারত

[১] bornali.das037@gmail.com [২] karabimitra62@gmail.com

সারসংক্ষেপ

একদিকে করোনার ত্রাস, অন্যদিকে প্রকৃতির পরিহাস, আবার রাজনৈতিক বাক্‌বিতণ্ডা এই নিয়ে এখন ব্যস্ত আমরা সবাই। কিন্তু এরই আড়ালে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অপর এক সামাজিক ব্যাধি - 'গার্হস্থ্য হিংসা' বা 'Domestic Violence'. এই গার্হস্থ্য হিংসা লকডাউনে থাকা অন্যান্য দেশগুলোর পাশাপাশি আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও চিন্তার রেখা টেনেছে। NDTV কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে NCW র চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা জানিয়েছেন যে তাদের কাছে আসা অভিযোগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে বিদেশের চিত্রও খুব একটা পৃথক নয়। Times Now পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘরোয়া সহিংসতার ঘটনা ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফ্রান্সে ৩০%। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে যে গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিষয়ে ভারতের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক একমত পোষণ করে না। তারা জানিয়েছেন, প্রতিটি রাজ্যের একটি পুলিশ লাইন এবিষয়ে কাজ করছে। যদিও বহু অর্গানাইজেশনের গলায় উদ্বেগের সুর শোনা গিয়েছে। তবে যে দিকে দৃষ্টি না দিলেই নয় তা হল নিগৃহীত পুরুষদের অবস্থা, কারণ মহিলারা যেটুকুও সুবিচার পান পুরুষদের ক্ষেত্রে সেটুকুও হয়না। তাই Domestic abuse সংক্রান্ত কোন ঘটনার শিকার হলে police helpline number -এ রিপোর্ট করাই হবে প্রাথমিক পদক্ষেপ। এছাড়া NCW থেকে একটি WhatsApp helpline number ও চালু করা হয়েছে। আর আজ যখন আমরা গৃহবন্দি তখন কেবল পুলিশ বা NGO র মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে হবে না, আমাদেরকে এই সমস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে হবে। কেননা বহু হেডলাইনসের ভিড়ে এই খবরগুলি আজ আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছে। তাই সব থেকে আগে মানুষকে সচেতন করতে হবে, যার শুরুয়াত হয়তো হবে পাঠ্যক্রম থেকেই। কারণ এই সমস্যার মূলে আছে দীর্ঘসময় ধরে চলে আসা এক জরাজীর্ণ ধারণা, যাকে সমূলে উৎপাটন করার এটাই হয়তো বিকল্প পদ্ধতি।

শব্দ সূচক : করোনা, গার্হস্থ্য হিংসা , লকডাউন, NCW, সুরক্ষা।

ভূমিকা

একদিকে করোনার ত্রাস, অন্যদিকে প্রকৃতির পরিহাস, আবার রাজনৈতিক বাক্‌বিতণ্ডা এই নিয়ে এখন ব্যস্ত আমরা সবাই। এই সমস্ত বিষয়বস্তু গুলি বলতে গেলে আমাদের মনোযোগের সিংহভাগটাই আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এরই আড়ালে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অপর এক সামাজিক ব্যাধি। যেখানে আজ আমরা লকডাউনের সফলতা হিসেবে নানা দিক নিয়ে আলোচনা

করছি, ঘরে থাকার গুরুত্ব বোঝাচ্ছি; লকডাউনের সমালোচনায় খেটে খাওয়া মানুষদের দুরবস্থা ও শ্রমিকদের ঘরে ফেরার তাগিদ কে তুলে ধরছি , সেখানে বহু মানুষের ক্ষেত্রেই এই ঘরে থাকাটা চরম আতঙ্কের হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই 'গার্হস্থ্য হিংসা' বা 'Domestic Violence' এর শিকার হচ্ছেন। এই 'গার্হস্থ্য হিংসা' লকডাউনে থাকা অন্যান্য দেশগুলির পাশাপাশি আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও চিন্তার রেখা টেনেছে। 'The Hindu' পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, 'Covid-19 সম্পর্কিত লকডাউন এর প্রথম চার পর্যায়, ভারতীয় মহিলারা বিগত দশ বছরের তুলনায় বেশি সংখ্যক ঘরোয়া সহিংসতা বা 'Domestic Violence' এর অভিযোগ দায়ের করেছেন'। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ২০২০ সালের ২৫ শে মার্চ থেকে ৩১ শে মে পর্যন্ত প্রায় ১৪৭,৭ টি গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হিংসার শিকার হচ্ছেন বাড়ির মহিলারা, শিশুরা এবং বয়স্ক সদস্যরা। যদিও পুরুষরা যে শিকার হচ্ছেন না এমন নয় কিন্তু তাদের বিষয়টি আরোই আড়ালে থেকে যায়। ক্যামেরার সামনে বিশেষভাবে না এলেও সমগ্র বিশ্ব তথা আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও 'Domestic Violence' এর চিত্র একই রকম হতাশাজনক।

ঘটনার রূপরেখা

National Commission for Women (NCW) - র চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার, পিটিআইকে দেওয়া তথ্যে জানা গেছে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তর ভারতে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে সবচেয়ে বেশি গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা ঘটেছে। NDTV - র তথ্য অনুযায়ী, মার্চের প্রথম সপ্তাহেই ১১৬ টি অভিযোগ ই-মেলের মাধ্যমে NCW তে দায়ের করা হয়েছে এবং ২৩ শে মার্চ থেকে ৩১ শে মার্চের মধ্যে আরও ২৫৭ টি অভিযোগ এসেছে (NDTV : 3rd April, 2020)। NDTV - র একই সাক্ষাৎকারে রেখা শর্মা আরো জানান যে প্রতিদিনই NCW তে আসা অভিযোগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি দুটি ঘটনার উল্লেখ করেন - প্রথমটি নৈনিতালের, যেখানে একজন মহিলা জানিয়েছেন যে তিনি ঘর থেকে বেরোতে পারছেন না আর এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই তার স্বামী তাকে মারধোর করে চলেছেন এবং দ্বিতীয় ঘটনাটিতে অপর এক মহিলা জানিয়েছেন, যে তার স্বামী তাকে প্রতিনিয়ত হেনস্থা করছেন, এমনকি তাকে তার স্বামী ঘর থেকে বের করে দিতে চাইছেন এই অভিযোগে যে, তিনি করোনা আক্রান্ত এবং তার সাথে থাকলে তার স্বামীও আক্রান্ত হতে পারেন। তিনি (রেখা শর্মা) সেই সমস্ত মহিলাদের অসহায়তার কথাও বলেছেন যারা ই-মেল করতে জানেন না। এ প্রসঙ্গে একমত পোষণ করেন Women Activist বৃন্দা আদিগে (NDTV :3rd April, 2020)। তার কথায়, যে সমস্ত মহিলারা বস্তি প্রভৃতি জায়গায় বসবাস করেন তাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তিনি জানিয়েছেন, মহিলারা কেবল তাদের স্বামীর কাজ হারানোর আশঙ্কার কারণে নয়, বরং মদের দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়া, লকডাউনে একই ধরনের খাবার প্রতিদিন খাওয়া, এমনকি কমিউনিটি কিচেনের খাবার স্বামীর ভালো না লাগার কোপেরও শিকার হচ্ছেন। লকডাউনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দায়ের করা অভিযোগগুলির মধ্যে একটি অভিযোগ এসেছিল রাজস্থান থেকে, যেখানে এক ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন, তার জামাতা (পেশায় শিক্ষক) লকডাউনের শুরু থেকেই তার মেয়েকে মারধোর করে চলেছেন এমনকি তাকে দুবেলা খেতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যখন হিংসার শিকার হওয়া মহিলাদের এইরূপ চিত্র উঠে আসছে তেমন এর ব্যতিক্রমও কিছু আছে। খাস সল্টলেকের বুকে স্বামী নির্যাতনের ঘটনা, যেখানে স্বামীর অপরাধ ছিল নিজের বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিজেদের সল্টলেকের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসা। অপরদিকে স্ত্রীর কথা অনুযায়ী তার শ্বশুর-শাশুড়ি করোনায় আক্রান্ত এবং তাদের কারণে তারাও আক্রান্ত হতে পারেন, এই কারণেই পেশায় ইঞ্জিনিয়ার স্বামীকে তার স্ত্রী (পেশায় ইঞ্জিনিয়ার) মারধর করা শুরু

করেন, এমনকি তাকে সিগারেটের ছ্যাঁকাও দিয়েছিলেন তার স্ত্রী। যদিও নিগৃহীত স্বামী দাবি করেছেন যে তার কাছে তার বাবা-মার ফিটনেস সার্টিফিকেট ছিল। তবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হলো, যখন ভদ্রলোক থানায় অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন তখন পুলিশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এই সমস্ত নিয়মই মেয়েদের পক্ষে তাই তার অভিযোগ সেই ভাবে গ্রহনযোগ্য হবে না। এই অবস্থায় তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং তার বাবা-মা তার সাথে ফ্ল্যাটে থাকতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে কিছু নিশ্চিত হয়নি।

দেশ-বিদেশের পরিস্থিতি

এভাবে একের পর এক গার্হস্থ্য সহিংসার ঘটনা যেমন আমাদের দেশে সাড়া জাগিয়েছে তেমনই বিদেশের চিত্রও খুব একটা পৃথক নয়। Times Now - এ প্রকাশিত খবরে দেখানো হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গার্হস্থ্য সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে ২০%। ঘরোয়া সহিংসতায় সহায়তার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় অনলাইনে ৭৫% অনুসন্ধান করা হচ্ছে। তুর্কির চিত্রটি আরো ভয়াবহ, লকডাউন ঘোষণার পর থেকে সেখানে কেবল মহিলাদের উপর অত্যাচারই নয় বরং মহিলাদের মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়েছে। একইভাবে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন সেখানে গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজধানী প্যারিসে সেই পরিসংখ্যান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ শতাংশ। এই পরিস্থিতিকে মাথায় রেখেই জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বিশ্বজুড়ে সংঘটিত ঘরোয়া সহিংসতার ঘটনার বিরুদ্ধে সেই সমস্ত দেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলেছেন। তবে ভারতের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে তারা এ বিষয়ে একমত নন। এ প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে, প্রতিটি রাজ্যের একটি পুলিশ লাইন এ বিষয়ে কাজ করছে এবং প্রত্যেক রাজ্যের জেলাজুড়ে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার আছে। এর সাথে আরো বলা হয় যে, কেবল মহিলাদের সুরক্ষারই নয় বরং শিশু সুরক্ষার বিষয়টিতেও তারা বিশেষভাবে নজর দিচ্ছেন।

প্রচার

দেশে বেড়ে চলা গার্হস্থ্য হিংসার বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক বিশেষ কিছু না বললেও , বিষয়টি বেশ চিন্তার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল NCW ই নয় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে একাধিক অর্গানাইজেশনের বক্তব্যে উদ্বেগের সুর শোনা গেছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই অপরাধপ্রবণতা কে ঠেকাতে '#lockdown on domestic violence' শীর্ষক অভিনব প্রচার শুরু হয়েছে। যেখানে বিনোদন জগতের অনেকেই একযোগে এই সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়াও এই বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন এনজিও।

উপসংহার

উপসংহারে এসে যদি লকডাউনে ঘটে যাওয়া এই গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনার থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজার চেষ্টা করি, তবে বলতেই হয় মানুষের তৈরি এই ব্যাধির প্রতিষেধক একমাত্র মানুষের হাতেই আছে। তাই Domestic Violence এর কেউ শিকার হলে, তিনি মহিলা হোন বা পুরুষ, অবশ্যই তাকে নিজেকেই এগিয়ে আসতে হবে রিপোর্ট করতে। ঘর থেকে বেরোনো সম্ভব না হলে Domestic Abuse সংক্রান্ত Police Helpline Number এ রিপোর্ট করাই হবে প্রাথমিক পদক্ষেপ।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিস্থিতির গম্ভীরতা কে পর্যবেক্ষণ করে NCW ও 'Women's WhatsApp Helpline' চালু

করেছে, সেখানে গিয়েও রিপোর্ট করা যেতে পারে। এছাড়া রাজ্য মহিলা কমিশনেও যোগাযোগ করা যেতে পারে। কিন্তু যে দিকে দৃষ্টি না দিলেই নয় তা হল নিগৃহীত পুরুষদের অবস্থা।কারণ আইনের দরজা অব্দি পৌঁছলে মহিলারা যেটুকুও সুবিচার পান, পুরুষদের ক্ষেত্রে সেটুকুও হয়না।এছাড়াও সমস্যা হল তাদের নিয়ে যাদের আর্তনাদের আওয়াজ চার দেয়ালের বাইরে বেরিয়ে আইনের দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা। সে ক্ষেত্রে কিছুটা দায়িত্ব হয়তো প্রতিবেশীদের কাঁধে এসেও বর্তায়। আর সেই দায়িত্ব হল মৌনতা ভাঙ্গার ; দায়িত্ব, 'গার্হস্থ্য হিংসা যে কোন ভাবেই ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে না' তা বুঝিয়ে দেওয়ার। তাই পরিশেষে বলতে হয়, আজ যখন আমরা সকলেই গৃহবন্দি তখন গার্হস্থ্য সহিংসতার মতো বিপরীত পরিস্থিতির সাথে লড়তে কেবলমাত্র পুলিশ বা এনজিও র মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলেই হবে না, এই সমস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্ব কোথাও না কোথাও আমাদের ওপরেও বর্তায়। কেননা বর্তমান সময়ে বহু হেডলাইনস এর ভিড়ে এই খবরগুলো যেন আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছে। আর সামগ্রিক দিক থেকে যদি এই সমস্যাকে দেখি তাহলে বলতে হয় যে এর সমাধান গোড়া থেকেই শুরু হওয়া উচিত। ছোট থেকেই শিশুদেরকে এই বিষয়ে সচেতন করা উচিত। যার একটি শুরুয়াত হয়তো হতে পারে পাঠ্যক্রমে 'গার্হস্থ্য হিংসা বা এই সংক্রান্ত সচেতনতা ও আইনি সাহায্য' প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। কেননা এই সমস্যার মুলে আছে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা এক জরাজীর্ণ ধারণা, যাকে সমূলে উৎপাটন করার হয়তো এটাই বিকল্প পদ্ধতি।

তথ্যসূত্র

১. আনন্দবাজার পত্রিকা। (আনন্দবাজার দেশ, সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ৩১, মার্চ, ২০২০ ০৯:০৫ শেষ আপডেট: ১, এপ্রিল, ২০২০ ০৫:৩৪)

২. এই সময় পত্রিকা। (EiSamay.Com | Updated: 02 Apr 2020, 11:12:00 PM)

৩. Zee ২৪ ঘন্টা। (26th June, 2020).

৪. PTI (New Delhi, 08 June, 2020 11:57 IST Updated : 08 June ,2020 01 :24 IST)

৫. The Hindu. (April 09, 2020, 00:15 IST Updated : April 09 2020, 01:41 IST) (June 22, 2020, 12:08 IST (Updated: June 24, 2020, 15:53 IST)

৬. The Statesman. (May, 2020)

৭. NDTV. (3rd April, 2020)

৮. Times now. (Published on 9th April, 2020)